আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: নরসিংদী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বুলেটিন নং ১২০	১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১২ ফেব্রুয়ারি হতে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১২ ফেব্রুয়ারি	১৩ ফেব্রুয়ারি	১৪ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.১	২৬.৪	২৭.০	২৮.৬	২৬.৪-২৮.৬
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.৪	১৬.১	১৪.০	১৮.০	১৪.০-১৮.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	২৯.০-৬৬.০	২৭.০-৯৩.০	৩৬.০-৯৫.০	৩০.০-৯৪.০	২৭-৯৫
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৭	১.৯	১.৯	১.৯	১.৯-৩.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	০	১	২	০-২
বাতাসের দিক	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৮.৪-২৯.৭
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১০.২-১৪.৯
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪১.০-৯৯.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৭-২.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারন পরামর্শ: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। গত চারদিন জেলার আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সবজি:

- প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা সেচ প্রদান করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা নিধন করুন।
- সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সবজিতে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- মালচিং করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচের ডাই ব্যাক রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণের জন্য একর প্রতি ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আগাম বপনকৃত পেঁয়াজ/রসুনের জমিতে আন্ত:পরিচর্যা করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ১০-১৫ দিন পর পর হালকা সেচ প্রদান করুন।

বোরো ধান:

বীজতলা থেকে চারা রোপণ-

- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- আগামী ১০ দিনের মধ্যে চারা রোপণ শেষ করুন। জমি ও নিষ্কাশন নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- চারা রোপণ দ্রুত শেষ করুন।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন।

রিকভারি থেকে কুশি পর্যায:

- এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করে পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ব্লাস্ট ও বাদামী দাগ রোগ দেখা দিতে পারে। ব্লাস্ট দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন প্রয়োগ করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে এডিফেনফস ৫০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সরিষা:

- ৮০% ফসর পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।

- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আলু:

- ৮০% ফসর পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- লাল পিপড়ার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আমে লীফ হপার পোকা ও পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ইমিডাক্লোরোপিড প্রয়োগ করুন।
- আম বাগানে ফলের মাছি পোকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণে একর প্রতি ৪টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- ছত্রাক আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- লেবু জাতীয় ফলের বাগানে ক্যাঙ্কার রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য শুকিয়ে যাওয়া ডাল সরিয়ে ফেলে ১% বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমানে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।